এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

# সংবাদ পরিষেবা

জুলাই ২০০৯

BOOK POST - PRINTED MATTER


## গোকুলে... ১৪/১৪৫

মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলায় একটি দুগ্ধ সমবায় বাছুর পালনের খরচ অর্ধেক করে তার পেটেন্ট পেয়েছে। গোকুল নামের সমবায়টি ওই নামেই তাদের দুগ্ধজাত পণ্য বাজারে বিক্রি করে থাকে। গোকুলের পশুপালন বিভাগের প্রধানের বক্তব্য অনুযায়ী, বাছুর পালন বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। জন্মের পর প্রথম ৩ মাসে একটি বাছুরের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন হয় তার ওজনের ১০ ভাগের দুধ। অর্থাৎ যদি তার ওজন হয় ২৫ কেজি, তাহলে দৈনিক তার লাগবে আড়াই লিটার দুধ। এই কারণে অনেক চাষি তাদের বাছুর বিক্রি করে দেয়। বহু পরীক্ষানিরীক্ষার পর সমবায়টি দুধের পরিবর্তে বাছুরকে খাওয়ানোর জন্য দানা শস্য, সয়াবিন ও ডালের ছাঁটা অংশ দিয়ে একটি সুস্বাদু ও সহজপাচ্য খাদ্য বস্তু তৈরি করেছে যা তাদের দ্রুত বেড়ে উঠতে সাহায্য করবে। দুধের তুলনায় এই খাদ্যবস্তুটি সস্তা বলে সমবায়টি দাবি করেছে। এছাড়া সমবায়টি প্রচুর তন্তু-সমৃদ্ধ আরও একটি পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করেছে, যা বাছুরকে দ্রুত দুধ ছেড়ে সবুজ গোখাদ্য খাওয়ার উপযোগী করে তুলবে। নতুন এই পদ্ধতিতে বাছুরকে প্রথম ১০ দিন দুধ খাওয়ানো হয়। তারপর ৫০ গ্রাম করে প্রতিদিন দেওয়া হয় ওই খাবার।

## শেষ বিচার ১৪/১৪৬

ভারতের গণতন্ত্রের ইতিবাচক ছয় ছয়টা দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর অবশেষে টনক নড়েছে সরকারের। আম আদমি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় নামমাত্র খরচে এবং দ্রুত বিচারের সুবিধা পৌঁছে দিতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের কাছে ন্যায় বিচারের সুযোগ সহজলভ্য করতে সরকার গ্রাম ন্যায়ালয় ২০০৮ বিলটির অনুমোদন দিয়েছে। বিলটির আরও একটি উদ্দেশ্য হল নিম্ন আদালতে জমে থাকা অগুণতি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা। গ্রামীণ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জমে থাকা মামলার নিষ্পত্তি করতে ভ্রাম্যমাণ আদালত দেশজুড়ে গ্রামে গ্রামে যাবে। এর ফলে গরিব গ্রামবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা সুলভে বিচারের সুযোগ পাবে। আগে মামলা মকদ্দমার জন্য তাদেরকে জেলা আদালতে ছুটতে হত। গ্রামে ন্যায়ালয় স্থাপিত হলে, ভারতের বিচার ব্যবস্থা বিশ্বের সেরা হবে বলে দেশের আইনমন্ত্রী আশা করছেন। দেশের নিম্ন আদালতগুলিতে জমে থাকা দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার সংখ্যা ২ কোটি ৬৩ লক্ষেরও বেশি। জটিল ও দীর্ঘস্থায়ি বিচারব্যবস্থায় মানুষ দিন দিন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। এখন দেখার, গ্রাম-ন্যায়ালয় মানুষকে কতটা স্বস্তি দিতে পারে।

## কালিদাস! ১৪/১৪৭

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে মানুষ প্রকৃতির উৎপাদন ও ক্ষমতার অনেকটাই কেবল তার নিজের কাজে কুক্ষিগত করেছে। পরিমাণটা বড় কম নয়। ভূমির ক্ষেত্রে এই পরিমাণ শতকরা ৪০ এবং সাগর মহাসাগরের ক্ষেত্রে শতকরা ৭০। ফি বছর এই দখলের



DRCSC, 58A, Dharmatala Road, Bosepukur, Kasba, Kolkata - 42. Ph: 2442 7311, 2441 1646, E-mail: drcsc@vsnl.com, Website: www.drcsc.org

পরিমাণ বাড়ছে ২ শতাংশ হারে। শিল্প-সভ্যতার প্রচারের ফলে, পৃথিবীর ষষ্ঠ-ব্যাপক জৈব বিলুপ্তির সময়কাল। অতীতের জৈব বিলোপ ঘটনায় ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ জীব বৈচিত্র পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রায় ৫০ লক্ষ বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু বর্তমানে যে হারে এই বৈচিত্রের বিলুপ্তি ঘটছে এবং যেভাবে ক্রান্তীয় অরণ্য, জলাভূমি, নদীর মোহনা, প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিবর্তন প্রক্রিয়াতে সুদুরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে। কারণ কোটি কোটি বছর ধরে এই অরণ্য, জলাভূমি, প্রবাল প্রাচীর প্রভৃতি জীব বৈচিত্রের চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে এসেছে। এই অবলুপ্তি কেনোভাবেই পূরণ হবার নয়।

**পরি বেশ করেছি!!** **১৪/১৪৮**

উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ সুরক্ষা আইনের কিছু রদ বদল ঘটানোর কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ দফতর যে প্রস্তাব করেছে তাই নিয়ে ফের বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। শিল্পমহল সরকারের ওই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু পরিবেশবিদদের মতে, ফের এর ফলে দূষণ আরও বাড়বে। প্রস্তাবিত সংশোধনীর একটি হল, কোনো চালু প্রকল্পের বিস্তার ঘটাতে রূপায়ণকারী নিজেদেরকেই পরিবেশ উপযোগী বলে সার্টিফিকেট দিতে পারবে। প্রশ্ন হল, মুনাফা স্বার্থ রক্ষাই যাদের উদ্দেশ্য তারা কী করে নিজেদের কাজ পরিবেশে-প্রতিকূল নয় বলে সার্টিফিকেট দেবে।

পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত অভিযোগ করেছেন, প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি আইনে পরিণত হলে পরিবেশ সুরক্ষার ধারণাটায় পুরোপুরি বদলে যাবে। আবার এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট ম্যানেজমেন্ট ২০০৬-এর—২০ হাজার বর্গমিটারের বেশি নির্মাণ প্রকল্পের ছাড়পত্র নিয়ে যখন বিতর্ক মেটেনি, নতুন সংশোধনীতে সেই সীমা ৫০ হাজার বর্গমিটার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০০ হেক্টরের বেশি এলাকা নিয়ে উপনগরী গড়তে এখন আর কোনো ছাড়পত্রের দরকার হবে না। আগে এই পরিমাণ ছিল ৫০ হেক্টর। যেহেতু বহু মানুষ-বাস্তুহারা হয় এবং স্থানীয় পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি হয়, পরিবেশ সুরক্ষা আইনের প্রস্তাবিত (খনি এলাকা তৈরি হলে) সংশোধনী কাযর্কর হলে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

**পঙ্গু চিন্তা** **১৪/১৪৯**

সরকারি বয়ানেই মতেই বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরণ ও উন্নয়ন কর্মসূচির সুবিধা পেয়ে থাকে মোট প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার মাত্র দেড় শতাংশ। এই হিসেব প্রমাণ করে যে প্রতিবন্ধীদের জন্য অশ্রুমোচন কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ ১৯৯৫-এ পিপল উইথ ডিসেবিলিটি অ্যাক্ট অনুসারে বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির সুযোগ সুবিধার ৩ শতাংশ পাওয়া উচিত প্রতিবন্ধী জনসাধারণের। ২০০১ এর জনগণনা অনুযায়ী দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা ২ কোটি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর প্রোমোশন অফ এমপ্লয়মেন্ট ফর ডিসেবেলড্ পিপল পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৭০ শতাংশ প্রতিবন্ধী মানুষের বাস গ্রাম-এর। যার অর্ধেক হতদরিদ্র, যেহেতু প্রতিবন্ধীজনিত সমস্যার সঙ্গে দারিদ্র অঙ্গাঙ্গি তাই এদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

**ওঃ শান!** **১৪/১৫০**

বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস–কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে থাকায় সাগর-মহাসাগরের জল আম্লিক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সামুদ্রিক প্রাণীজগতের উপর তার পরিমাণের বিশদ চিত্রটি এখনও পরিষ্কার নয়। তবে একদল বিজ্ঞানী সাগর-মহাসাাগরের জল আম্লিক হয়ে পড়ায়, ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বা প্রাণীজগতের ক্যালসিয়াম কোষের জল কমছে বলে জানিয়েছেন, প্রবাল এবং শামুকজাতীয় প্রাণীদের অস্থিপঞ্জর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্বারা গঠিত। সাগর-মহাসাগরের জল আম্লিক হয়ে পড়ার কারণে ওই সকল প্রাণীদের অস্থিপঞ্জর ঠিকমতো তৈরি হতে পারছে না। ফলে তাদের শিকার-জীবী প্রাণীদের শিকারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এইভাবে সাগর-মহাসাগরের পরিবেশে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে।

**পলকা ভবিষ্যৎ** **১৪/১৫১**

পৃথিবী যত উষ্ণ হবে ততই কম ওজনের শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংখ্যা বাড়বে। যদি পৃথিবীর আগাম তাপমাত্রা বৃদ্ধির অনুমান নির্ভুল হয়, তাহলে এই ০শতাব্দীর শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কম ওজনের সদ্যজাত'র সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে যাবে। শ্বেতকায়দের ক্ষেত্রে পরিমাণটা হবে ৫.৯ শতাংশ এবং অশ্বেতকায়দের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে 'কম ওজন' বলতে

আড়াই কিলোরও কম ওজনের সদ্যোজাতদের কথা বলা হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এই চাঞ্চল্যকর তথ্যটি তুলে ধরে বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পৃথিবীর সব থেকে উন্নত দেশেরই যদি এই হাল হয়, তাহলে গরিব এবং যে দেশগুলির আবহাওয়া, তুলনায় গরম তাদের তো কী অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

## লি ভার ১৪/১৫২

গুজরাটে হেপাটাইটিস (লিভারের প্রদাহ) সংক্রামিত ১৮৪ জনের মধ্যে ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে দেশজুড়ে ঝড় ওঠে। ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, হাসপাতাল, নার্সিং হোমের বর্জ্য রিসাইক্লিংয়ের অপরিণামদর্শিতার জন্যই এই বিপর্যয়। চিকিৎসার বর্জ্য নষ্ট করতে ১৯৯৮-এর বায়ো-মেডিক্যাল ওয়েস্ট নিয়মবিধি অনুসরণ জরুরি।

## ভেতো ১৪/১৫৩

রুচি, স্বাদ এমনকি পেটের ভালো-মন্দের বিচারে বিভিন্ন মানুষ নানাভাবে ভাত রান্না করে খেয়ে থাকে। তালিকাটি বেশ দীর্ঘ-সাধারণ ডাল-ভাত থেকে শুরু করে বাদশাহি বিরিয়ানি পর্যন্ত ভাত প্রধান খাদ্য হওয়ায় আমাদের দেশে এর কদর অনেক। স্বভাবতই জিন ফসল প্রস্তুতকারির বহুজাতিক সংস্থাগুলির নজর ধানের দিকে। আবার তাদের আগ্রাসন রুখতে একদল চাষি এবং জি এম ফসল-বিরোধী মঞ্চের বিশেষজ্ঞ থেকে সাধারণ মানুষ। এইরকমই একটি সংগঠন 'সেভ রাইস ক্যাম্পেন' কর্নাটকের একটি এনজিও'র সঙ্গে যৌথভাবে 'ভাত উৎসব' পালন করল।

অন্যান্য ফসলের মতো ধানের ক্ষেত্রেও জি এম প্রযুক্তি ব্যবহারের কুফল এবং দেশিয় বিভিন্ন প্রজাতি লুপ্ত হয়ে যাওয়া আটকাতে প্রতিবাদ, আবেদন-নিবেদনের পর জন-সচেতনতা বাড়াতে 'সেভ রাইস ক্যাম্পেন' ভাত উৎসবের আয়োজন করে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে দেড়শোরও বেশি দেশীয় ধানের প্রজাতির ভাত উৎসবে দেখানো হয়। কর্নাটক রাজ্যের শিমোগা জেলার এই উৎসবে যেমন চাষিরা তাদের স্থানীয় প্রজাতির ধান থেকে ভাত ও ভাতের বিভিন্ন খাদ্যের পদ তুলে ধরে, তেমনই শিমোগোস্থিত অর্গানিক ফার্মিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরাও সক্রিয়ভাবে উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। ধান সংক্রান্ত বিভিন্ন বই ও লেখা এবং ভাত দিয়ে বানানো খাবারের রন্ধনপ্রণালী উৎসবে তুলে ধরা হয়।

## আগে শ্বাস পরে চাষ? ১৪/১৫৪

দুর্যোগ মোকাবিলার খরচ ছাপিয়ে যাচ্ছে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মোট খরচের পরিমাণকে। আপাতত কয়েকটি রাজ্যের ক্ষেত্রে বিভেদটা স্পষ্ট হলেও, বাকি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও এ এক সংকেত। বিশ্বব্যাঙ্কের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশে বন্যা, সাইক্লোন ও খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের যে পরিমাণ খরচ হয়েছে ওই সময়ে কৃষি ও সামগ্রিক বিকাশের খরচ সে তুলনায় অনেক কম। জলবায়ু পরিবর্তন আটকাতে না পারলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।

ইন্টার গভর্নমেন্টার প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ নামের আতর্জাতিক সভাও সতর্ক করে বলেছে অন্ধ্রপ্রদেশে আগামীদিনে কৃষি উৎপাদন ২০ শতাংশ কম হওয়ার আশঙ্কা । ওড়িশায় ধানের উৎপাদন ৫ থেকে ১২ শতাংশ কম হবে। মহারাষ্ট্রে আগামীদিনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। যার দরুন ভীষণভাবে মার খাবে আখের উৎপাদন। সতর্ক-বার্তায় ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে কিছু পরামর্শও দেওয়া হয়েছে যেমন-শস্য চাষে বৈচিত্র আনা। আবহাওয়া নির্ভর শস্যবিমার ব্যবস্থা করা বিকল্প আয়ের উৎস সন্ধান, সর্বোপরি দুর্যোগের আগাম খবর দেওয়ার জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।

## কেয়া বাত! ১৪/১৫৫

যানবাহন চলাচল করে এমন রাস্তার পাশে বসবাস করা ক্ষতিকারক কারণ, শব্দ ও বায়ুদূষণ থেকে নানান জটিল অসুখ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে জানা যায় যানবাহনের দূষণ থেকে গেঁটে বাত বা অস্থিসন্ধি ও শরীরে অন্যান্য স্থানে যন্ত্রণাদায়ক প্রদাহ হয়। সাধারণত বয়স, ধূমপান এবং প্রজনন সংক্রান্ত জটিলতা এই অসুখের কারণ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে রাস্তার ধারে বাস করলেও, এই অসুখ হতে পারে। যারা রাস্তার ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে বাস করে তাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ, যারা ২০০ মিটার দূরে বাস করে তাদের তুলনায় অনেকটাই বেশি।



পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

**হাই প্রোটিন নাই প্রোটিন** **১৪/১৫৬**

নাঃ যা দিনকাল পড়েছে পোলাও-বিরিয়ানি আর খাওয়া যাবে না। পোলাও-বিরিয়ানি খেলে, খেতে খেতে মারা যাব বা খাওয়ার পর মরব। চিত্রগুপ্তবাবুর এইরকম নিমন্ত্রণের খবর এখন ডাওয়ায় ভাসছে।

পোলাও বিরিয়ানিতে মাংস থাকে। এই মাংসই নাকি হাড়মাস-জ্বালাবে। এসব ঘটনা আমেরিকার সোসাইটি অফ নেফ্রোলজির মুখপত্রে। বলা হচ্ছে, মাংসে থাকা ফসফেট ও পটাশিয়ামের উচ্চ মাত্রা কিডনির ক্ষতি করতে পারে। আবার শরীরে ফসফেট বা পটাশিয়াম বাড়লে তা ডেকে আনতে পারে অতর্কিত মৃত্যু।

আমেরিকার দু ধরনের মাংস পাওয়া যায়। একটা হল লেবেলযুক্ত। আর একটা লেবেলহীন। লেবেলযুক্ত মাংসে লেখা থাকে 'এনহাহান্সড' মানে এই মাংস সোডিয়াম ও পটাঞ্রিাম লবনের দ্রবণে ভেজানো এসবের নিরাপদ মাত্রা নিয়ে সারা আমেরিকায় কোনো বিধিবিধান নেই।

এই নিয়ে এক সমীক্ষাও হয় আমেরিকা জুড়ে। সেখা যায় 'এনহান্সড' ছাপ মারা মাহসে ফসফেটের পরিমাণ লেবেনহীন মাংসের থেকে ২৮% বেশি। পটাশিয়াম অবস্থাও তথৈবচ। অতএব মিটে ওখানে ওবোরে মিটে যাবার সম্ভাবনা তৈরি হল।

**অ্যাড অ্যাডিটিভ** **১৪/১৫৭**

অ্যাডিটিভে নাকি খাবার ভালো থাকে। শোনা যাচ্ছে শরীরও ভালো থাকে। এইসব আডিটিভ আমেরিকার, খাবার আমেরিকার খবরও আমেরিকার...।

অ্যাডিটিভ ভালা না খারাপ তা নিয়ে জন্ম-বচসা আছে। এই বচসা মিটিয়েছে এই সমীক্ষা। বলছে এতে খাবার পচে না, খাবার গন্ধ জড়ায়, মানুষ ভালো থাকে।

ওদেশের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এসব বলছে। যাই হোক মার্কিনি চিন্তা তাহলে অ্যাডিটিভ আরও আকর্ষনীয় হয়ে উঠবে।

ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মানুষজন যা কিছু করেন তার কোন হদিশই সাধারণ মানুষ পান না। কিন্তু এইসব কার্যকলাপ সবই সাধারণ মানুষের করের টাকায় করা হয়। গত ২০০৫ সালে ভারত সরকার তথ্যের অধিকার আইন চালু করেছেন, যার বলে যে কোন মানুষ চাইলে যে কোন তথ্য সরকারের কাছ থেকে পেতে পারেন। কিন্তু এই আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা এখনও পর্যন্ত সাধারণ মানুষের নেই। আলিপুরদুয়ারের প্রয়াস সংস্থা নিজেদের উদ্যোগে তথ্যের অধিকার আইন বিষয়ে একটি পথনাটক প্রস্তুত করেছেন। সেই নাটক অবলম্বনেই তৈরি হয়েছে 'মানদারি কা খেল'। যারা তথ্যের অধিকার আইনের প্রচার এবং প্রসারের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, এই সিডিটি তাদের কাছে যথেষ্ট কার্যকরী হবে বলে মনে হয়। সংগ্রহের জন্য নীচের ঠিকানায় সুব্রত কুন্ডু'র সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

**যোগাযোগ** | ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ :** ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

**সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,** ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু